'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে এমন কয়েকটি পদ্য কবিকুলতিলক কালিদাসের লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে যেগুলি কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের নহে, বিশ্বসাহিত্যেরও বহুমূল্য সম্পদ্ হইয়া বিরাজ করিতেছে। এগুলির মধ্যে প্রথমটি হইল, 'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্' ইত্যাদি পদ্য। এই পদ্যের মাধ্যমে কবি প্রাকৃতিক বর্ণনার অন্তরালে এই সুন্দর ভাবগম্ভীর অর্থ পরিবেশিত করিয়াছেন। পরন্তু শকুন্তলার ভাবী প্রত্যাখ্যানজনিত দুঃখ ও পুনর্মিলনজনিত সুখকেও পদ্যটি অনবদ্যভাবে দ্যোতিত করিয়াছে। নিঃসন্দেহে এইটি চতুর্থ অঙ্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্য।

বিশ্বের কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কবি প্রাণিজগতের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইংরাজ কবি সেক্সপীয়ার ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতন সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রগণ্য কবি কালিদাসও তাঁহার রচনাবলীর স্থানে স্থানে প্রাণিজগৎ ও নিসর্গজগতের এই ওতঃপ্রোত সম্বন্ধটিকে অনবদ্য ভাবব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবিমানসের এই ভাবধারাটির মূল্যায়নে 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠতাকে সর্বকালের সাহিত্যরসিককে স্বীকার করিতেই হইবে। কবি কালিদাসের অতুলনীয় প্রকৃতিপ্রেম নাটকের এই অঙ্কে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লাভ করিয়াছে যে, নাটকের মধ্যে থাকিয়াও অঙ্কটি ভাবাবেদনময় গীতিকাব্যরূপে রসিকের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুভূতির সার্থক অনুরণন জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। সরোবরের মাঝখানে একটি বিকশিত শতদলের মতনই নাটকের গ্রন্থশরীরে চতুর্থ অঙ্কটি স্বকীয় মহিমায় ও স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করিতেছে। কণ্বদুহিতার আসন্ন বিরহ কেবল আশ্রমবাসী নরনারীকেই ব্যথিত করে নাই, তাহা আশ্রমের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা, তৃণগুল্ম—সব কিছুকেই করিয়াছে ভারাক্রান্ত। শকুন্তলা আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন—এইজন্য মৃগশাবক তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। গর্ভভরালসা মৃগীর জন্য শকুন্তলাও হইয়াছেন চিন্তিতা। আসন্ন বিরহের দুঃখে কাতর হইয়া ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, হরিণেরা দর্ভের গ্রাস মুখ হইতে উদ্‌গিরণ করিয়া দিতেছে, পত্রপ্রান্ত হইতে শিশিরবিন্দুগুলিকে একের পর এক পাতিত করাইয়া বৃক্ষ যেন নয়নজলে কাঁদিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। কালিদাস সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

'উদ্‌গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ॥'

মহর্ষি কণ্বের চরিত্রমাহাত্ম্য চতুর্থ অঙ্কটিকে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছে। বস্তুতঃ কন্যাবিরহের বিষাদঘন পরিবেশে কণ্বের সকরুণ উক্তিগুলি তপোবনের সর্বত্র কারুণ্যের এই স্নিগ্ধ অথচ অসহনীয় বেদনাটিকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। কুলপতি কণ্ব সংসারত্যাগী তপোবনবাসী হইয়াও আন্তরিক মানবিকবোধে অত্যন্ত সংবেদনশীল। পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে শকুন্তলার মাঙ্গলিক কর্মগুলি তিনি নিজপরিচালনায় সম্পন্ন করাইয়াছেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে উপযুক্তভাবে পাত্রসাৎ করিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'বৎসে! ইমে অপি প্রদেয়ে।' এ-সকলই তাঁহার ঔদার্য, মানবপ্রেম ও সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন। শকুন্তলার পালক-পিতা হইলেও নববধূরূপে শকুন্তলার আচরণীয় কর্মসম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়া বলিলেন—

'শুশ্রূষস্ব গুরূন্, কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাঽপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো, বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥'

ইহা অপেক্ষা আন্তরিক শুভাশংসী উপদেশ আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ, কণ্বের এই নির্দেশ ভারতীয় বধূর প্রতি চিরন্তন পিতৃ-উপদেশরূপে পরিণত হইয়াছে। এটি-ও এই অঙ্কের একটি শ্রেষ্ঠ পদ্য।

অকৃত্রিম কন্যাস্নেহ সুগভীর মানবপ্রেমেরই একটি অঙ্গ। ক্রিয়াশীল, শাস্ত্রবিদ্ ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও কণ্বের অন্তঃকরণ কিন্তু শুষ্ক হইয়া যায় নাই। ভাবী কন্যাবিরহে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। অশ্রুবেগের উদ্‌গমে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়। গৃহিগণের কন্যাবিরহদুঃখের তীব্রতা অনুভব করিয়া তিনি বলিতেছেন—

'যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥'